মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক আ. ন. ম. ফয়জুল হক কর্তৃক আমার স্ত্রীর উপর যৌন নির্যাতন, আমাদের সংসার ভেঙ্গে দেয়ার অপতৎপরতা এবং হুমকি প্রদানের প্রতিকার প্রার্থনা।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, গত ৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন উপসচিব ফয়জুল হক সাহেবের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে আমার স্ত্রী শারমিন সুলতানার পরিচয় হয়। এরপর থেকে ফয়জুল হক সাহেব অফিস চলাকালে আমার স্ত্রীকে নিয়মিত কবিতা ও গান শুনিয়ে ক্রমাগত উত্যক্ত করে। ফেসবুকসহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের মধ্যে চ্যাটিং চলতে থাকে। এই চ্যাটিং এবং ফোনালাপের সময় ফয়জুল হক সাহেব তাকে বিভিন্ন আপত্তিকর কথা বলে ও কুপ্রস্তাব দেয়। আরো জানতে পারি যে, তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার এই পর্যায়ে ফয়জুল হক সাহেব নটরডেম কলেজের পাশে রিও কফি শপে নানান অজুহাতে আমার স্ত্রীকে কফি খাওয়ার জন্য ঘনঘন নিমন্ত্রণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হেড অফিসে উপ-পরিচালক পদে সেসময়ে কর্মরত শারমিন সুলতানা ও উক্ত ফয়জুল সাহেব ২০২০ সালের প্রায় পুরো আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অফিস চলাকালে কফি খাওয়ার নামে ঘনিষ্ঠভাবে আড্ডা চালাতে থাকে। এসব কথা পরে আমার স্ত্রীই আমাকে জানায়।

২। এই পর্যায়ে ১৩ অক্টোবর ২০২০ বিকাল তিনটার দিকে ফয়জুল হক সাহেব ওই কফিশপে শারমিনকে ডাকে। শারমিন তার অফিস থেকে সেখানে পৌছানোর পর ফয়জুল হক সাহেব তার শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত তুলে কমলাপুর রেলস্টেশনের পাশে রেলওয়ে রেস্টহাউজে নিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে, "আমি ওখানে গিয়ে শুয়ে একটু রেস্ট নেবো, আর তুমি বসে আমার সাথে গল্প করবে।" ওইখানে পৌছানোর আগেই ওই রেস্টহাউজের বয়কে দিয়ে ফয়জুল হক সাহেব প্রোটেকশন সামগ্রী কিনে আনায়। রেস্টহাউজের দোতলার একটি রুমে ঢোকার সাথে সাথে ফয়জুল হক সাহেব দরজা লাগিয়ে দিয়ে শারমিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শারমিন শারীরিক সমস্যার কথা বলে ক্ষমা চাইলেও তার যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বিধ্বস্ত-বিপর্যস্থ অবস্থায় আমার স্ত্রী এরপর অফিস হয়ে বাসায় ফেরে। ফয়জুল হক সাহেব ওই ঘটনার ব্যাপারে শারমিনের কাছে পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে ক্ষমা চায়।

৩। ফয়জুল হক সাহেব নিজের জন্মদিনের কথা বলে এবং সামনাসামনি ক্ষমা চাওয়ার দোহাই দিয়ে ১৮ অক্টোবর ২০২০ বেলা ১১টার দিকে আমার স্ত্রীকে তার অফিস থেকে পুনরায় ওই রেস্টহাউজে ডেকে নেয়। শারমিন রেস্টহাউজে পৌছানোমাত্রই ফয়জুল হক সাহেব তাকে রুমের মধ্যে নিয়ে দরজা বন্ধ করে এবং সে অনেক কান্নাকাটি ও প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও তাকে বলপূর্বক যৌন নির্যাতন করে। বিষয়টি তাকে নৈতিকভাবে মারাত্মক আহত করায় সে এই ঘটনার কথা আমাকে অবহিত করবে বলে ফয়জুল হক সাহেবকে সতর্ক করে। কিন্তু ফয়জুল হক তার কাছে কাকুতি-মিনতি করে বিষয়টি গোপন রেখে বন্ধুত্ব চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। অবশ্য আমার স্ত্রী ২৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে এই জঘন্য ঘটনার বিষয়টি আমাকে বিস্তারিতভাবে জানায়। ফলে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ি।

৪। ফয়জুল হক সাহেব তার অপকর্ম ফাঁস হবার বিষয়টি জানতে পেরে কৌশল পরিবর্তন করেছে। এখন এই দুর্বৃত্ত আমার স্ত্রী শারমিনকে 'স্বামীর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য' প্রলুব্ধ করে যাচ্ছে। শারমিন চেষ্টা-চরিত্র করে একমাস আগে খুলনায় বদলি হয়েছে এবং ফয়জুল হকও সম্প্রতি বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। লক্ষ্য করছি, সেই থেকে শারমিন আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে। ফয়জুল হকও একইসাথে তার উঁচুপদের সুযোগ নিয়ে আমাকে ক্ষতি করবে বলে বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে হুমকি দিয়ে চলেছে। আমি ফয়জুল হক ও শারমিনের অব্যাহত অশুভ যোগাযোগের কিছু বাস্তব ও অকাট্য প্রমাণ হাতে পেয়েছি *(সংলগ্নীঃ তিন পাতা)*। আপনি নির্দেশ বা অনুমতি দিলে আপনার সমীপে উপস্থিত হয়ে আমি সেসব প্রমাণের বাকিগুলিও উপস্থাপন করতে প্রস্তুত।

৫। সরকারের উচ্চপদস্থ ও অগাধ ক্ষমতাসম্পন্ন এক কর্মকর্তার লাম্পট্য ও নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারিতা এবং আমার প্রতি তার হুমকির কারণে আমাদের ৯ ও ৩ বছর বয়সী দুটি শিশুসন্তান নিয়ে আমি আজ মহাসংকটে পড়েছি। ফয়জুল হকের দৌরাত্ম্যে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি আমার প্রায় একযুগের স্বপ্নের সংসার ভেঙ্গে যাওয়া ও দুটি মাসুম বাচ্চার জীবন শেষ হবার মত করুণ পরিণতির শিকার হতে চলেছি।

৬। অতএব, অবিলম্বে জনাব ফয়জুল হকের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে আমার নিজের ও আমার বাচ্চাদের জীবনের নিরাপত্তাবিধান এবং আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারটি অনুগ্রহপূর্বক রক্ষা করার জন্য মহোদয় সমীপে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত

11.04.21

(মো: ফকরুল আলম)
ব্যবস্থাপক (ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মাসিস্ট)
হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর
সেলফোন নম্বরঃ ০১৭১২৬২২০০০।

তারিখ : ঢাকা, ১১ এপ্রিল ২০২১

Received
১১/০৪/২০২১

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দপ্তর
তারিখ:
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ